**FIELD TECHNIQUES AND TOOLS: 1. OBSERVATION**

আজকের বিষয়বস্তু হলো অবজারভেশন বা পর্যবেক্ষণ। প্রথমেই আসা যাক অবজারভেশন বা প্রত্যক্ষ কারণ এর সংজ্ঞায়। গবেষক যখন তার গবেষণার জন্য কোন একটি স্থানে বা অঞ্চলের একজন মানুষ বা গোষ্ঠী সমূহ আচরণকে প্রত্যক্ষ করে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামাজিক আচরণ এবং পরিবেশের সাথে তারা কিভাবে অভিযোজন করছে তাকে বোঝার চেষ্টা করে তাকে observation বলে।(Research observation is a process by which research observe the behaviour of a group or individual in order to with names him or them about their social behaviour and to realise the adaptation with the the environment)।

CLASSIFICATION OF OBSERVATION: এবার আমরা আলোচনা করব পর্যবেক্ষণের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে। নিচের তালিকাটি সুন্দর করে পর্যবেক্ষণের যে শ্রেণীবিভাগ দেখানো হয়েছে সে সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল।

**TYPES OF OBSERVATION**

PARTICIPANT OBSERVATION NON- PARTICIPANT OBSERVATION

COVERTY OVERTY COVERTY OVERTY

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে গবেষণায় অবজারভেশন দু'রকম পার্টিসিপেন্ট ও নন পার্টিসিপেন্ট ।আবার পার্টিসিপেন্ট এবং non-participants কি আমরা overty, coverty,- এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এখন এই বিষয়গুলি সম্পর্কে একটু জানা যাক ।

*PARTICIPANT OBSERVATION* প্রথমেই আসা যাক পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন হল যখন গবেষক নিজে তার ক্ষেত্রে বা কোন অঞ্চলে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে সক্রিয়ভাবে অর্থাৎ নিজে থেকেই বিভিন্ন ধরনের কাজের ক্ষেত্রে তাদের সাথে একসঙ্গে অংশগ্রহণ অংশগ্রহণ করে তখন তাকে আমরা বলি পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন ।মনে রাখতে হবে যে গবেষক গোষ্ঠীর সদস্যরা যে কাজ করে থাকে ,যেভাবে তারা জীবনযাত্রা করে থাকে্‌প্রকৃতির সাথে যেরকম ভাবে অভিযোজন পালন করে থাকে সেই একইভাবে তাদের সাথে থাকে।

NON- PARTICIPANT OBSERVATION; এক্ষেত্রে গবেষক তার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বা অঞ্চলে গিয়ে বসবাসকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দের সাথে একসাথে কাজ না করে বাইরে থেকে তাদের কাজকে দেখে এবং সেই সাথে সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাথে কিভাবে অভিযোজন করছে, তাদের সমস্যা কি কি তৈরি হচ্ছে্‌,প্রভৃতি বিষয়গুলোকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে।

এই নন পার্টিসিপেন্ট এবং পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন আবার দুই প্রকারের ।

OVERTY: এ ক্ষেত্রে গবেষক সামাজিক গোষ্ঠী ব্যক্তির সাথে যখন কোন কাজে অংশগ্রহণ করে সেই সময় তার পরিচয় এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সেই গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে জানিয়ে দেয় অর্থাৎ সে যে কি কাজ করতে এসেছে, কেন অবজারভেশন করছে বা পর্যবেক্ষণ করছে সে সম্পর্কে কিন্তু গোষ্ঠী বা ব্যক্তি সচেতন থাকে।

COVERTY: এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি গোষ্ঠী বা ব্যক্তির সাথে কোন কাজ অংশগ্রহণ করে থাকে বা বাইরে থেকে দেখে তখন কিন্তু গোষ্ঠী বা ব্যক্তি গবেষকের পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানতে পারে না অর্থাৎ এক্ষেত্রে গবেষক তার নিজের পরিচয় এবং উদ্দেশ্য সবকিছুই কিন্তু গোপনে গোপনীয়তা বজায় রেখে চলে এই হল গবেষণায় অবজারভেশন এর শ্রেণীবিভাগ।

**IMPORTANCE OF OBSERVATION**

এখন যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হল অবজারভেশন গুরুত্ব ।

1. গবেষক যে জায়গার ওপর এ গবেষণা করছে সেই জায়গার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষের সাথে সম্পর্ক ও মানুষ কিভাবে নিজেকে অভিযোজিত করতে পারে বা মিশিয়ে নিতে পারে তা জানতে পারে।
2. observation এর অভিজ্ঞতা গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর লেখার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । নির্দিষ্ট গোষ্ঠী সম্পর্কে যে তথ্য বা data কালেকশন এর মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা পায় তা কিন্তু যথেষ্ট নয়.
3. অবজার্ভেশন এর মাধ্যমে সে কিন্তু একেবারে সঠিক এবং টাটকা তথ্য পেতে পারে ।
4. কোন সন্দেহ নেই অবজারভেশন গবেষকের গবেষণা পত্র রচনার ক্ষেত্রে একেবারে স্বকীয়তা দান করে ।
5. এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে observation এর মধ্যমে গবেষক যে তথ্য ,অভিজ্ঞতা তার গবেষণাপত্রে তুলে ধরে তা একেবারে প্রথম অভিজ্ঞতা বা ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স সুতরাং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে অবজারভেশন এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের তুলনায় আর কোনো তথ্য উৎকৃষ্ট হতে পারে বা সঠিক হতে পারে ।
6. একজন গবেষক তার গবেষণা ক্ষেত্রে গিয়ে গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে বাইরে থেকে এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ যেকোন ভাবেই হোক না কেন অবজারভেশন করে বুঝতে পারে যে মানুষ কিভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে নিজেকে অভিযোজিত করছে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে ।
7. অবজারভেশন এর মাধ্যমে সমাজের বৃহত্তর থেকে ক্ষুদ্রতর বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন গোষ্ঠী কার্যাবলী রীতিনীতি সম্পর্কে জানতে পারে যা কিন্তু বাইরে থেকে জানা যায় না ।
8. সব শেষে বলা যায় যে observation এর মাধ্যমে গবেষক এক অসামান্য অভিজ্ঞতা পায় তার সারা জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত হিসেবে থেকে যায়।

**PROBLEMS WITH OBSERVATION**

এবার আমরা আলোচনা করব অবজারভেশন এর বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে।

1. অবজারভেশন প্রথম সমস্যা হল যখন গবেষক হিসেবে নিজের পরিচয় গোপন করে যখন পর্যবেক্ষণ করতে যায় তখন কিন্তু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে মেশার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয় ফলে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বা অভিজ্ঞতা সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা দেখা যায়।
2. যখন সক্রিয়ভাবে অর্থাৎ পার্টিসিপেশন এর মধ্যে আসে তখন তার অভিজ্ঞতাকে খাতার মধ্যে লিখতে বা রেকর্ড করার ক্ষেত্রে একটা সমস্যা তৈরি হয়।
3. নিজের পরিচয় গোপন করে observation এর ক্ষেত্রে তাহলে তাকে নিজের পরিচয় গোপন করার ক্ষেত্রে সব সময় সচেতন থাকতে হবে।
4. চতুর্থ এই ধরনের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গবেষণা নিঃসন্দেহে ব্যায়বহুল।বসবাস করার জন্য, নিজেকে তৈরি করা প্রয়োজনে আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র কেনা সহ নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
5. এক্ষেত্রে কঠিন পরিশ্রম জরুরি। একজন সভ্য সমাজ থেকে একটি পাহাড়ি অঞ্চলের গভীর অরণ্য গবেষণা করতে গিয়ে সেখানকার মানুষদের সাথে মিশে গিয়ে যখন অবজারভেশনে অংশগ্রহণ করে তখন তাকে নিজেকে যেভাবে অভিযোজিত হয় অভিযুক্ত হতে হয় তার জন্য কিন্তু তাকে প্রচন্ড পরিমানে পরিশ্রম করতে হয়।
6. আইনগত দিক থেকে একটা বাধা আসতে পারে নিজের পরিচয় গোপন করে অবজারভেশন করতে যাওয়াটা হিসেবে নিজের অবজারভেশনে অংশগ্রহণ করতে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি আইনগত জটিলতা পরবর্তীকালে আসতে পারে।
7. এক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে গোষ্ঠী বা গবেষক এর সঙ্গে একটি সন্দেহের দৃষ্টিতে সম্পর্কের মাধ্যমে সঠিক তথ্য নাও পাওয়া যেতে পারে ।
8. গবেষকের নিজের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যা দেখা দিতে পারে। গবেষক যেকোনো মুহূর্তেই নানা কাজ গোপন করার জন্য হোক বা যে কোন কারনেই হোক না কেন গোষ্ঠী দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
9. এছাড়া রয়েছে থিওরিটিক্যাল সমস্যাগুলির মধ্যে প্রথমত হচ্ছে যে ব্যক্তি বা গবেষক এর কাছে কোন আগে থেকে কোন অনুকরণযোগ্য কোন বিষয় থাকে না। যা কিছু করতে হবে নিজেকেই করতে হয় ফলে আগেকার যে অভিজ্ঞতা বা কারো কাছ থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে সে যে কাজ করবে বা অনুসরণ করবে সেই ধরনের কোন সাপোর্ট বা সমর্থন পায় না।
10. এরপরে অবশ্যই বলতে হয় যে সমস্ত কাজটাই গবেষককে নিজে করতে হয় বলে অনেক সময় গবেষক তার কাজের ক্ষেত্রে অমনোযোগী এবং ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে এই হল অবজারভেশনে ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা